তারিখ ১৮ এপ্রিল ২০২১

প্রতিঃ জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি এবং
মাননীয় সভাপতি-পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বিষয়ঃ **গত ১৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে নাগরিক সমাজের আয়োজিত "বাইডেন জলবায়ু সম্মেলন এবং নাগরিক সমাজের অভিমত" শির্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে নাগরিক সমাজের আলোচনা, তাদের প্রস্তাবিত সুপারিশ ও দাবীসমূহের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষন এবং বিষয়সমুহ আগামী ২২-২৩ এপ্রিল ২১ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্টে জো বাইডেন এর "Leaders' Summit on Climate" সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক উপস্থাপন ও আলোচনা করার উদ্যোগ গ্রহনে আপনাকে সবিনয় অনুরোধ প্রসঙ্গে।**

আসন্ন জো বাইডেন এর "Leaders' Summit on Climate" সম্মেলনে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজরে মূল দাবী

জলবায়ু বাস্তুচ্যদের জন্য ধনী দেশগুলোকে প্যারিস চুক্তির অধীনে একটি বৈশ্বিক আইনি কাঠামো [A Global Regime on Climate Displacement] প্রনয়নের উদ্যোগ নিতে হবে

প্রিয় শ্রদ্ধাভাজনেষু

১. কোস্ট ফাউন্ডেশন, সিএসআরএল, সিপিআরডি এবং বিপনেট-সিসিবিডি নেটওয়ার্কের এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। এই নেটওয়ার্কটি হচ্ছে একটি অনানুষ্ঠানিক একটি ক্যাম্পেইন প্লাটফরম, যার মাধ্যমে আমরা বিগত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুসমুহের উপর বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ক্যাম্পেইন এবং নীতিবিষয়ক অধিপরামর্শ কর্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে আসছি।

উক্ত নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত সংগঠন কোস্ট ফাউন্ডেশন এবং সিপিআরডি UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) কতৃক বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে মনোনীত আছে এবং ২০০৭ সাল থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে [Conference of the Parties-COP] নিয়মিত অংশগ্রহন এবং তথায় আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের অংশগ্রহনে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও দাবীসমুহ তুলে ধরা হচ্ছে।

২. মাননীয় সভাপতি আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ৪০ জন নেতাকে "জলবায়ু বিষয়ক লিডারস সামিট" এ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জনাব জন কেরি গত ০৯ এপ্রিল' ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা সম্মানের বিষয়। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ বর্তমানে "ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম-সিভিএফ'র সভাপতি এবং এই ফোরামের মাধ্যামে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ৪৮টি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্ন দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২২-২৩ এপ্রিল সম্মেলনে অংশগ্রন করে বিপদাপন্নদেশগুলোর সমস্যা এবং তাদের চাহিদার কথাই সর্বাগ্রে বিশ্ব নেতাদের সামনে তুলে ধরবেন।

তাই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোর পক্ষে তার কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ বিশেষ করে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, উন্নয়নকর্মী, পরিবেশ বিষয়ক সংবাদকর্মী এবং জাতীয় নীতিনির্ধারকদের অংশগ্রহনে আসন্ন বাইডেন সম্মেলনে বিপদাপন্নদেশগুলোর চাহিদা ও দাবীসমুহ নিয়ে আলোচনা এবং সে প্রেক্ষিতে সম্মেলনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান কি হতে পারে তার উপর এক ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করি। উক্ত সংলাপ থেকে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমুহ উঠে আসে এবং আমরা উক্ত সুপারিশসমুহ ও য়োক্তিকতা আপনার মাধ্যমে আমদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে চাই যাতে তিনি এসকল দাবীর পক্ষে তার স্ব-অবস্থান তুলে ধরতে পারেন।

মাননীয় সভাপতি এটা মনে করা হচ্ছে যে আসন্ন বাইডেন সম্মেলনের জন্য ছয়টি আলোচ্যসুচি নির্ধারিত হলেও সেখানে তিনটি আলোচনা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পাবে বিশেষ করে ১. বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে বর্ধিত NDC এর কাঠামো ও সম্ভাব্য রূপরেখা ২. অর্থায়ন কৌশল এবং ৩. প্রযুক্তি এবং এর হস্তান্তর কৌশল পক্ষান্তরে বিপদাপন্ন দেশগুলোর চাহিদা ৪. সক্ষমতা বৃদ্বি বিশেষ করে অভিযোজন, জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থানপা কৌশল (যা আসলে বিপদাপন্ন দেশসমুহের জন্য উপযুক্ত বৈশ্বিক অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা নিশ্চিতকরনের মধ্যেই নিহিত) কম গুরুত্ব পেতে পারে। এসকল বিষয়সমুহ মাথায় রেখে আমরা উপরোক্ত আলোচ্যসুচির প্রেক্ষিতে আমাদের অনুরোধসমুহ তুলে ধরছি;

Principal Office: Metro Melody, House 13 (1st Floor), Road 2, Shyamoli, Dhaka-1207, Bangladesh
Tel: +88 02 58150082/9120358/9118435/9126131, Email: info@coastbd.net, Web: www.coastbd.net

৩. বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী'র পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসকল্পে ধনী দেশসমুহের জন্য বর্ধিত NDC'র (জাতীয়ভাবে স্থিরকৃত অবদান) রূপরেখা

মাননীয় সভাপতি এটা সত্য যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মানবসৃষ্ট এবং আমেরিকা/যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে ধনী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দায়ী। সুতরাং বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসে তার অবদান সবচেয়ে বেশী থাকা উচিৎ যেটা গত দেড় দশক যাবৎ বিভিন্ন জলবায়ু আলোচনায় অস্বীকার করে আসছে। যে কারনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসে প্যারিস চুক্তিতে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের কোন প্রকার বাধ্যতামুলক লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সর্বপোরি আমেরিকা প্যারিস চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষনায় জলবায়ু পরবির্তন মোকাবেলার বৈশ্বিক কৌশল বাধাগ্রস্থ হয়েছে যা সবার কাছে হতাশাজনক। বর্তমানে আমেরিকার এই চুক্তিতে ফিরে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিভাবে কৌশলগত যেখানে সত্যিকার অর্থে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর কোন ভূমিকা থাকবে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ এব সন্দিহান। তাই আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে ধনী দেশগুলোর নিম্নোক্ত অবদান দাবী করছি;

৩.১ গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসকল্পে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই তার NDC'কে (জাতীয়ভাবে স্থিরকৃত অবদান) ২০১০ সালের নির্গমন অবস্থাকে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং তার উপর ভিত্তি করে ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪৫% হ্রাস করার অবস্থান নির্ধারিত করতে হবে এবং ঘোষনা দিতে হবে।

জলবায়ু পরির্বতন মোকাবেলার আন্দোলনে বৈশ্বিক নেতৃত্ব নিতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রকে এক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষ উদ্যোগ নিগে হবে এবং এটাকে একটা ভাল উদাহারন হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং অন্যান্য ধনীদেশগুলোর বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চায়না, ভারত এসকল দেশগুলোর উপর তাদের কার্যকর বর্ধিত NDC প্রনয়নের জন্য চাপ প্রয়োগ সহজ হবে বলে আমরা মনে করি।

৩.২ যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে তার দেশের মালিকানাধীন আর্থিক লগ্নীকারী, ব্যবসায় বিনিয়োগকারী সকল প্রতিষ্ঠানসমুহকে দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে বৈশ্বিকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানীতে বিনিয়োগ এবং অর্থ ও কারিগরী সহায়তা বন্ধ করার ঘেষণা দিতে হবে। গবেষণার তথ্য বলছে যে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং তাদের সহযোগী এসকল আর্থিক লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ দেশের অভ্যন্তরে প্রতি বছর যে পরিমান গ্রীণ হাউস গ্যাস বা কার্বন নির্গমন করে সারা বিশ্বে তার চাইতে ১১৭ গুন বেশী কার্বন নির্গমন করছে।

৩.৩ গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং অনান্য ধনী দেশসমুহ প্যারিস চুক্তির ধারা-০৬ এর অধীনে স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোর সাথে কোন প্রকার অন্যায্য কার্বন-ট্রেড না করার ঘোষনা দিতে হবে। আমাদের আশংকা প্যারিস চুক্তির ধারা-০৬ ব্যবহার করে ধনী দেশগুলো স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশসমুহের উপর আর্থিক নিয়ন্ত্রন তৈরী করবে এবং এতে জলবায়ু পরবির্তন মোকাবেলায় বিপদাপন্ন দেশসমুহের নিজস্ব উন্নয়ণ কৌশল বাধাগ্রস্থ হবে।

৪. প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এবং জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সুপারিশসমুহ

মাননীয় সভাপতি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্যারিস চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলার সময় ধনী দেশগুলো ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত হতাশাজনকভাবে লক্ষ করি যে চুক্তি প্রনয়নের সময় যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধতিার কারনে ২০১৫ সালে [কপ-২১] অনুমোদিত প্যারিস চুক্তিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই সুনিদৃষ্ট ও সংখ্যাগত বাৎসরিক অর্থায়নের ধারাটি যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি চুক্তি হলেও প্রয়েজিনীয় আর্থিক সমাহারনে ঘাটতী থাকায় দরিদ্র দেশসমুহ প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থ পাচ্ছে না এবং জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করতে পারছে না। সুতারং এহেন বাস্তবতায় প্যারিস চুক্তির অধীনে অর্থায়নের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যতে ভূমিকা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন এবং আমরা এখনই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করছি;

৪.১ আসন্ন বাইডেন সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রকে ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতির বিষয়টিকে স্বীকার করতে হবে এবং সবুজ জলবায়ু তহবিলে [Green Climate Fund-GCF] যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বার্ষিক অর্থায়নের পরিমান নতুন করে হিসাব/ ধার্য করতে হবে [অবশ্যই এটা তার অর্থনীতির আকার ও কার্বন নির্গমনের মাত্রা অনুসারে হতে হবে] এবং ধার্যকৃত অর্থ নিয়মিত দেওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। **আমরা GCF'এ অর্থায়নের পরিমান নির্ধারনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল ধনী ও কার্বন উদগীরনকারী দেশসমুহের জন্য একই প্রক্রিয়া অনুসরনের সুপারিশ করছি।**

৪.২ যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সকল ধনী দেশগুলোকে GCF'এ জন্য প্রতিশ্রুত ও প্রদানকৃত অর্থ অবশ্যই অনুদান হিসাবে ঘোষণা দিতে হবে, কোন প্রকার ঋণ নয়। আমরা আরও দাবী করছি যে GCF থেকে ছাড়কৃত অর্থের কমপক্ষে ৫০% যেতে হবে অভিযোজন [adaptation] খাতে। কারন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অর্থায়ন নিয়ে আলোাচনায় ধনী দেশগুলোর প্রতিশ্রুতিও ছিল এরকম। কিন্তু এখন আমাদের অভিজ্ঞতায় হচ্ছে বেশীর ভাগ যাচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এবং তাদের প্রশমন [mitigation] সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমুহে যা আসলে হতাশাজনক।

৪.৩ সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী যুক্তরাষ্ট্র এবং সকল ধনী বা কার্বন উদগীরনকারী দেশসমুহকে জলবায়ু পরবর্তনে তাদের দায় স্বীকার করতে হবে এবং এর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত এবং **জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর যে ক্ষয়ক্ষতি [Loss and Damage, যা প্যারিস চুক্তির ধারা-০৮ এ স্বীকার করা হয়েছে] হচ্ছে তা পুরনে সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং ধনী দেশগুলোকে একটি পৃথক তহবিল গঠনের ঘোষনা দিতে হবে।**

৫. **সকল দেশকে নেতৃত্ব দিতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে প্যারিস চুক্তির অধীনেই জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুর ব্যবস্থাপনা বিষয়টিও পুনরায় সামনে আনতে হবে এবং আলোচনা ও ফলপ্রসু কৌশল নির্ধারনের চেষ্টা করতে হবে**

মাননীয় সভাপতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটা প্রমানিত হয়েছে যে, এই শতকের মধ্যে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৫ মিটার বৃদ্ধি পেলে প্রায় প্রায় ৭২ মিলিয়ন (সাত কোটি ২০ লাখ) মানুষ উদ্বাস্তু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর এই বৃদ্ধি ২.০ মিটার হলে বিশ্বের প্রায় ১৮৭ মিলিয়ন (প্রায় ১৮ কোটি) মানুষ স্থানান্তরে বাধ্য হবেন। আর এই ভয়াবহ ঘটনার বেশিরভাগই ঘটবে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি দুঃস্বপ্নময় পরিস্থিতির সংকেত বহন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশে এরই মধ্যে সুপেয় পানির সংকট, স্বাস্থ্যগত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে,কৃষি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে এবং 'জলবায়ু হট স্পট' হিসেবে চিহ্নিত সর্বাধিক বিপন্ন এলাকাগুলি থেকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে।

সুতরাং বংলাদেশেসহ অন্যান্য দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহরে জন্য "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা" একটি অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয় বলে আমরা মনে করি এবং এক্ষেত্রে আমাদের নিম্নোক্ত দাবীসমুহ আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আসন্ন সম্মেলনে উত্থাপন ও আলোচনার জন্য অনুরোধ করছি;

৫.১ **জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য ধনী দেশগুলোকে প্যারিস চুক্তির অধীনে একটি বৈশ্বিক আইনি কাঠামো [A Global Regime on Climate Displacement] প্রনয়নের উদ্যোগ নিতে হবে।** মাননীয় সভাপতি, জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের জন্য একটি আলাদা আন্তর্জাতিক প্রোটোকল প্রনয়নের দাবী করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন আন্তর্জাতকি ফোরামে বক্তব্য রেখেছেন। আমরাও তার এই কৌশলেকে সমর্থন করে উক্ত দাবী করছি। দ্বিতীয়ত; জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্যারিস চুক্তিতে অভিযোজনের সাথে যুক্ত করে অত্যন্ত সংকীর্ণ করা হয়েছে যা আসলে হতাশজনক। বরং প্যারিস চুক্তির বাইরে এসেও জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য কাজ করা যেতে পারে। আসন্ন সম্মেলনে ধনী দেশগুলোতে তা স্বীকার করতে হবে বিপদাপন্ন দেশগুলোকে প্রকৃত সহযোগীতার লক্ষ্যে। সুতরাং আমাদের দাবী হচ্ছে প্যারিস চুক্তির পাশাপাশি UNFCCC'র মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক অভিবাসন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে সকল ধনী দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতিদের গ্রহনের জন্য অবশ্যই দায়ীত্ব নিতে হবে।

৬. **প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কোন Intellectual Property Rights (IPR) প্রয়োগযোগ্য হবে না**

মাননীয় সভাপতি এটা প্রমানিত যে, ধনী দেশগুলাই বৈশ্বিক পরিবেশ দূষণ এবং ধ্বংসের জন্য দায়ী সুতরাং ভবিষ্যতে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি কোন প্রকার স্বল্প-কার্বন সমৃদ্ধ উন্নয়ন কৌশল গ্রহন করতে হয় তাহলে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগীতার পাশাপাশি প্রযুক্তিরও অবশ্যই দরকার হবে। সেক্ষত্রে অবশ্যই ধনী দেশগুলোকে তা বিনা শর্তে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে প্রদান করতে হবে। আসন্ন সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ব-নেতৃবৃন্দকে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে;

৬.১ অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব আইন (Intellectual Property Rights) অবশ্যই কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। **আসন্ন সম্মেলনে নেতৃত্বকারী দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রকেই সর্বপ্রথম মেধাস্বত্ব আইনকে নমনীয় করার ঘোষনা দিতে হবে।**

৬.২ **সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, স্থানীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন এবং জেন্ডার সমতাভিত্তিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোকে অবশ্যই কার্যকর সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি করতে হবে।** স্থানীয় জ্ঞান, ও দক্ষতাসহ অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রযুক্তি সহায়তার নীতিমালা গ্রহন করতে হবে

৬.৩ প্যারিস চুক্তির অধীনে CTCN [Climate Technology Centre and Network] এখন যথেষ্ট কার্যকর। **যুক্তরাষ্টসহ সকল ধনী দেশসমুহকে এই নেটওয়ার্কে কার্যকরভাবে যুক্ত হতে হবে এবং সুষম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার কথাগুলো বিবেচনা করে সে অনুসারে প্রযুক্তি অনুসন্ধান এবং যোগান নিশ্চিত করতে হবে।**

৬.৪ **প্রযুক্তি ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রশমন ও অভিযোজনের চাহিদাগুলো চিহ্নিত করার সুযোগ দিতে হবে,** এছাড়াও সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞানের সমারোহ, তথ্যের বিনিময় এবং প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের কাজও হবে স্থানীয় ভিত্তিক চাহিদার ভিত্তিতে।

নাগরিক সমাজের পক্ষে

জনাব মোস্তফা কামাল আকন্দ [মোবাইল +৮৮০১৭১১৪৫৫৫৯১]
সৈয়দ আমিনুল হক [মোবাইল +৮৮০১৭১৩৩২৮৮১৫]